1

জাতীয় আয়
(National Income)

*** অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ***

সমষ্টিগত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। জাতীয় আয় সংক্রান্ত অনেক ধারণা আছে যেমন স্থূল জাতীয় উৎপাদন, নিট জাতীয় উৎপাদন, স্থূল জাতীয় আয়, নিট জাতীয় আয়, প্রকৃত জাতীয় আয় প্রভৃতি। এই ধারণাগুলি আমরা এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করব। কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি আছে—আয় শুমারি পদ্ধতি, উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি এবং ব্যয় শুমারি পদ্ধতি। এই তিনটি পদ্ধতি নিয়ে আমরা একে একে আলোচনা করব। বর্তমানকালে মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোয় সব দেশের অর্থনীতিতেই সরকারের নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থাকে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপ কীভাবে ধরা হয় তা আমরা দেখব। তেমনি উন্মুক্ত অর্থনীতিতে কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায় তাও আমরা আলোচনা করব। জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যা এবং জাতীয় আয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলিও আমরা উল্লেখ করব। এই প্রসঙ্গে আয় বৈষম্যের কারণ, ফলাফল এবং আয় বৈষম্যের পরিমাপ নিয়েও আমরা আলোচনা করব।

1.1. জাতীয় আয় কী?
(What is National Income ?)

জাতীয় আয় কোন দেশের বা জাতির সামগ্রিক আয়। কোন দেশের জনসাধারণ উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদন করে তার অর্থমূলকে জাতীয় আয় বলে। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় **প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ নিট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য কোন এক বছরে উৎপন্ন হয় তার মোট অর্থমূল্যই জাতীয় আয়** ("The labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds.")

➤ **জাতীয় আয়কে তিন দিক থেকে দেখা যেতে পারে।**

প্রথমত, জাতীয় আয়কে উৎপাদনের সমষ্টি বা জাতীয় উৎপাদন হিসাবে দেখা যেতে পারে। কোন দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলি অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন একত্রে মিলিত হয়ে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদন করে তাই জাতীয় উৎপাদন।

যেহেতু বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইউনিটগুলি বিভিন্ন সেজন্য এইগুলিকে যোগ করার জন্য এদের অর্থমূল্যে প্রকাশ করতে হয়। কাজেই ঐ জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যই হল জাতীয় আয়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয়কে আয়ের সমষ্টি হিসাবেও বিচার করা যেতে পারে। দেশের মোট উৎপাদন খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফার আকারে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে বন্টিত হয়। সুতরাং এই সকল আয়ের সমষ্টিই জাতীয় আয়। অতএব জাতীয় আয়কে মোট মজুরি + মোট খাজনা + মোট সুদ + মোট মুনাফা এইভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, জাতীয় আয়কে ব্যয়ের সমষ্টি বা জাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখা যেতে পারে। জাতীয় ব্যয় মোট

ভোগ ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি। একটি দেশের জনসাধারণের হাতে যে মোট আয় এসে থাকে তার একটি অংশ দেশবাসীদের জীবনধারণের জন্য ভোগ্য দ্রব্য কিনতে ব্যয়িত হয়। এই অংশটি মোট ভোগ ব্যয়। আয়ের অপর অংশটি আগামী বছরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন গঠনের কাজে লাগে। এটিকে বলে বিনিয়োগ ব্যয়। কাজেই মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করলেও আমরা মোট জাতীয় ব্যয় পেতে পারি।

জাতীয় আয়ের এই তিনটি দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যা জাতীয় উৎপাদন তাই জাতীয় আয় এবং তাই আবার জাতীয় ব্যয়। সুতরাং এই তিনটি ধারণার যে কোন একটির মাধ্যমেই আমরা কোন দেশের জাতীয় আয়কে পরিমাপ করতে পারি।

1.2 জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা (Different Concepts of National Income)

জাতীয় আয় সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ধারণা আছে যেমন জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, আর্থিক জাতীয় আয়, প্রকৃত জাতীয় আয় ইত্যাদি। এইসব বিভিন্ন ধারণার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখন আমরা দেব।

1.2.1. স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product and Net National Product)

কোন একটি দেশে এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় তার যা মোট মূল্য সেই মূল্যকে আমরা স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross national Product) **বলে থাকি। তবে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীকে আমাদের এ রকমভাবে ধরতে হবে যেন একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার গণনা করা না হয়।** যদি আমরা শেষ উৎপন্ন পণ্যকে (Final Product) ধরি তাহলে এই একাধিকবার গণনা আমরা এড়াতে পারি। আবার যদি আমরা উৎপাদনের প্রতি স্তরে মূল্য সংযোগ কত হচ্ছে সেটি ধরি তাহলেও আমরা এই একাধিকবার গণনা এড়াতে পারি। সুতরাং একটি দেশে একটি বছরের মধ্যে উৎপন্ন সমস্ত শেষ উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবা কার্যাদির মূল্যের যোগফলই স্থূল জাতীয় উৎপাদন। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি দেশে একটি বছরে সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতিতে যে মোট মূল্য সংযোজিত হয় তাকেই বলে স্থূল জাতীয় উৎপাদন। উৎপাদন করার সময় কিছু কিছু মূলধনি দ্রব্যের ক্ষয় ক্ষতি হয়। এই ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে বাদ দিলে নিট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্থূল জাতীয় উৎপাদন – অবচয় = নিট জাতীয় উৎপাদন।

স্থূল জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার সময় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীকে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করার জন্য প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদনকে সেই দ্রব্যের দাম দিয়ে গুণ করা হয়। এখন এই দামগুলি যদি বাজার দাম হয় ; অর্থাৎ যে দামে ঐ দ্রব্যসামগ্রীগুলি বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেই দাম ধরে যদি উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মূল্যায়ন করা হয় তাহলে আমরা **বাজার দামে স্থূল জাতীয় উৎপাদন** (Gross National Product at market prices) পাই। সরকার যে পরোক্ষ কর আদায় করেন তা বাজার দামের অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ কর দ্রব্যের উপর কর এবং এই কর দ্রব্যের দামের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়। কাজেই বাজার দামের মধ্যে পরোক্ষ কর রয়েছে। উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীকে বাজার দাম দিয়ে গুণ করলে আমরা বাজার দামে স্থূল জাতীয় উৎপাদনের যে হিসাব পাচ্ছি তার মধ্যে সরকারের পরোক্ষ কর রয়েছে। বাজার দামে স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে যদি এই পরোক্ষ কর বাদ দেওয়া যায় তাহলে স্থূল জাতীয় উৎপাদনের আর একটি হিসাব আমরা পেতে পারি। **একে বলে উৎপাদনের উপাদানের ব্যয়ে স্থূল জাতীয় উৎপাদন** (Gross National Product at factor costs)। অনুরূপভাবে নিট জাতীয় উৎপাদনকেও বাজার দামে অথবা উৎপাদনের উপাদানের ব্যয়ে প্রকাশ করা যায়।

1.2.2. স্থূল জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় (Gross National Income and Net National Income)

আয় শুমারি পদ্ধতিতে প্রতিটি অর্জনকারী ইউনিটের আয় যোগ করলে আমরা স্থূল জাতীয় আয়

(Gross National Income) **পেতে পারি।** তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য যে আয় সৃষ্টি হচ্ছে শুধু সেই আয়কেই আমরা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করা হয় উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির যোগানের মারফৎ। কাজেই দেশের উৎপাদনের উপাদানগুলির মোট আয় যোগ করলেই স্থূল জাতীয় আয় পাওয়া যাবে। উৎপাদনের উপাদানগুলি হল জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। জমির আয় খাজনা, শ্রমের আয় মজুরি, মূলধনের আয় সুদ আর সংগঠনের আয় মুনাফা। সমস্ত জমির মোট খাজনা, সমস্ত শ্রমিকের মোট মজুরি, সকল মূলধনের মোট সুদ এবং সকল সংগঠকের মোট মুনাফা যোগ করলেই আমরা স্থূল জাতীয় আয় পেতে পারি। এখন এই স্থূল জাতীয় আয় থেকে মূলধনের অবচয় বাদ দিলেই নিট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিট জাতীয় আয় = স্থূল জাতীয় আয় – অবচয় = মজুরি + সুদ + খাজনা + (মুনাফা – অবচয়) = মজুরি + সুদ + খাজনা + নিট মুনাফা।

1.2.3. নিট জাতীয় আয় এবং নিট জাতীয় উৎপাদনের অভিন্নতা (Identity between Net National Income and Net National Product)

কোন দেশের নিট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে একটি অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এই দুটির মান সকল সময়েই সমান হবে। তার কারণটি আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। যে কোন উৎপাদনেরই দুটি দিক আছে। একটি এর বস্তুগত দিক বা উৎপাদনের দিক ; আর একটি আয়ের দিক। উৎপাদনের দিক থেকে বা বস্তুগত দিক থেকে উৎপাদনকে আমরা মূল্যের সংযোজন (Creation of value) হিসাবে চিন্তা করতে পারি। উৎপাদনের ফলে মূল্য সংযোজিত হচ্ছে। এই সংযোজিত মূল্য উৎপাদন পদ্ধতিতে যারা অংশগ্রহণ করছে সেই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছে। সংযোজিত মূল্যের যে যতটা পাচ্ছে সেটিই তার আয়।

সুতরাং যখন মূল্য সৃষ্টি হচ্ছে তখন সেই সৃষ্ট মূল্যের সমষ্টিকে আমরা নিট জাতীয় উৎপাদন বলছি। আবার সেই সৃষ্ট মূল্যই যখন উৎপাদনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টিত হচ্ছে তখন সেই বন্টিত পরিমাণের সমষ্টিকে আমরা বলছি নিট জাতীয় আয়। যেহেতু এক জিনিসকেই দুদিক থেকে দেখা হচ্ছে, সুতরাং এই দুটি যোগফল অবশ্যই সমান হবে।

বিষয়টিকে আর এক রকম ভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোন বছরে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হয়েছে সেই দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের মূল্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি উৎপাদন ব্যয় এবং অপরটি মুনাফা। উৎপাদন ব্যয়কে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (i) কাঁচামালের ব্যয়, (ii) অবচয় ব্যয় (Depreciation cost) এবং (iii) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে দেয় ব্যয় (Factor cost) যেমন খাজনা, মজুরি ও সুদ। উৎপাদনের কাজে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় সেটি দুটি উৎস থেকে আসতে পারে। প্রথমত, কাঁচামালের একটা অংশ বর্তমান বছরের উৎপাদন থেকেই আসতে পারে। দ্বিতীয়ত, কাঁচামালের একটা অংশ অতীত উৎপাদন থেকে আসতে পারে। যখন আমরা স্থূল জাতীয় আয় বের করি তখন মোট উৎপাদনের মূল্য থেকে ঐ একই বছরের উৎপাদন থেকে নেওয়া কাঁচামালের মূল্য বিয়োগ দেওয়া হয়। সুতরাং স্থূল জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে রইল অতীত বছর থেকে নেওয়া কাঁচামালের মূল্য, অবচয় ব্যয়, বিভিন্ন উপাদানকে দেয় ব্যয় এবং মুনাফা। এখন এই স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে যদি আমরা অবচয় ব্যয় এবং অতীত উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয় বাদ দিই তাহলে আমরা নিট জাতীয় উৎপাদন পেতে পারি। অবচয় ব্যয় এবং অতীত উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয় এই দুটিকে একত্রে ব্যাপক অর্থে অবচয় (Depreciation in wider sense) ধরা যেতে পারে। এই ব্যাপক অর্থের অবচয় যদি আমরা স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে বাদ দিই তাহলে নিট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে আমাদের পড়ে রইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে দেয় অর্থ বা উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে নিয়োগ করার জন্য ব্যয় যেমন খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। এইগুলির যোগফলই হচ্ছে নিট জাতীয় আয়; সুতরাং আমরা বলতে পারি যে **নিট জাতীয় উৎপাদন এবং নিট জাতীয় আয় সকল সময় অভিন্ন।** একটি অপরটির সঙ্গে সকল সময়েই সমান হবে।

নিট জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় আয়ের মধ্যে অভিন্নতাকে আমরা এই ভাবেও দেখতে পারি।

∵ মুনাফা = .উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য – উৎপাদন ব্যয় ;

∴ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য = উৎপাদন ব্যয় + মুনাফা। এখন উৎপাদন ব্যয় = কাঁচামালের ব্যয় + অবচয় ব্যয় + উপাদানের মালিককে দেয় অর্থ (যেমন খাজনা + মজুরি + সুদ)

∴ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য = কাঁচামালের ব্যয় + অবচয় ব্যয় + খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

কিন্তু কাঁচামালের ব্যয় = বর্তমান উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয় + অতীত উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয়।

∴ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য = বর্তমান উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয় + অতীত উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয় + অবচয় + খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

∴ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য – বর্তমান উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয় = অতীত উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয় + অবচয় ব্যয় + খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

এখন, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য – বর্তমান উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের মূল্য = স্থূল জাতীয় উৎপাদন। আবার, অতীত উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামাল দেশের মূলধন। এই কাঁচামাল ব্যবহৃত হ'লে মূলধনের ক্ষয় হচ্ছে। সুতরাং মূলধনের পরিমাণ অটুট রাখার জন্য অতীত উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের মূল্যকে অবচয় ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সেজন্য আমরা ধরছি যে ব্যাপক অর্থে অবচয় ব্যয় = অতীত উৎপাদন থেকে গৃহীত কাঁচামালের ব্যয় + অবচয় ব্যয়।

∴ স্থূল জাতীয় উৎপাদন = ব্যাপক অর্থে অবচয় ব্যয় + খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

∴ স্থূল জাতীয় উৎপাদন – ব্যাপক অর্থে অবচয় ব্যয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা। অর্থাৎ নিট জাতীয় উৎপাদন = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

∴ নিট জাতীয় উৎপাদন = নিট জাতীয় আয়। এইভাবে সমীকরণের সাহায্যেও নিট জাতীয় উৎপাদন এবং নিট জাতীয় আয়ের মধ্যে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

নিট জাতীয় উৎপাদন এবং নিট জাতীয় আয়ের অভিন্নতার তাৎপর্য এই যে কোন দেশের জাতীয় আয়কে আমরা আয় শুমারি পদ্ধতি অনুযায়ী পরিমাপ করতে পারি অথবা উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি অনুযায়ীও পরিমাপ করতে পারি। উভয় পদ্ধতিতেই আমরা একই ফল পাব।

1.2.4. আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয় (Money National Income and Real National Income)

মনে করা যাক আমরা উৎপাদন শুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করছি। যেহেতু বিভিন্ন দ্রব্যের একক বিভিন্ন, সেজন্য বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীকে সরাসরি যোগ করা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণকে তাদের দাম দিয়ে গুণ করে সেই অর্থ মূল্যগুলি যোগ করে আমরা টাকার অঙ্কে জাতীয় আয়ের হিসাব পাই। যে বছরের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী আমরা ধরছি, যদি সেই বছরেরই দামস্তর দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাই **বর্তমান মূল্যের জাতীয় আয়** [National Income at Current Prices)। এরই অপর নাম **আর্থিক আয়** (Money National Income)। মনে করা যাক 2008 সালে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে তাকে ঐ সমস্ত দ্রব্যের 2008 সালের দাম দিয়ে গুণ দিয়ে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হল। এটি হবে 2008 সালের মূল্যে বা বর্তমান মূল্যে পরিমাপ করা জাতীয় আয় বা ঐ বছরের আর্থিক জাতীয় আয়।

অন্যদিকে প্রকৃত জাতীয় আয় বলতে বোঝান হয় যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন হচ্ছে সেইটাকেই। যদি 2007 সালে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হয়েছিল, 2008 সালেও ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীই উৎপাদিত হয় তাহলে আমরা বলব যে 2007 সালের এবং 2008 সালের প্রকৃত জাতীয় আয় একই আছে। কিন্তু যদি 2008 সালের দামস্তর 2007 সালের দামস্তর অপেক্ষা উঁচু হয় তাহলে ঐ একই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীর আর্থিক মূল্য 2007 থেকে 2008 -তে বেশি হবে। অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় আয় একই থাকা সত্ত্বেও আর্থিক জাতীয় আয় বেড়ে গেল। 2007 এবং 2008 -তে দামস্তর যদি একই থাকে তাহলেই 2008-তে

আর্থিক জাতীয় আয় বেশি হলে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব যে 2007 থেকে 2008-তে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে আর্থিক জাতীয় আয় বৃদ্ধি প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির নির্দেশক নাও হ'তে পারে। প্রকৃত জাতীয় আয় একই থাকা অবস্থায় দাম বৃদ্ধি ঘটার মাধ্যমে আর্থিক জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটতে পারে। কাজেই প্রতি বছরের আর্থিক জাতীয় আয় পরিমাপ করলে সেই আর্থিক জাতীয় আয় থেকে বোঝা যাবে না প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়ছে কিনা।

যদিও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীকে এক জাতীয় করে নিয়ে যোগ করা আবশ্যক এবং সেই জন্যই আর্থিক জাতীয় আয় প্রয়োজন, কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি হওয়া দরকার। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ বাড়া দরকার। যদি আর্থিক জাতীয় আয় বাড়ে কিন্তু প্রকৃত জাতীয় আয় না বাড়ে তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে কিনা সেটি জানার জন্য সেজন্য প্রকৃত জাতীয় বাড়ছে কিনা সেটি জানা প্রয়োজন। কাজেই আর্থিক জাতীয় আয় থেকে কীভাবে প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যেতে পারে সেটি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রকৃত জাতীয় আয় কীভাবে পরিমাপ করা যায় তা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

1.2.5. প্রকৃত জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি (Methods of Measuring Real National Income)

বিভিন্ন বছরের মধ্যে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা জানার জন্য দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমত, মনে করা যাক আমরা বিভিন্ন বছরের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী নিচ্ছি। কিন্তু বিভিন্ন বছরের দামগুলি না নিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট বছরের দামগুলি নিচ্ছি। এই বছরটিকে বলা হয় **ভিত্তি বছর** (Base year)। এই ভিত্তি বছরের দামগুলি দিয়ে বিভিন্ন বছরের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য নির্ণয় করা হ'ল। এইভাবে বিভিন্ন বছরের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মোট মূল্য আমরা পেতে পারি। একে বলে ভিত্তি বছরের **স্থির মূল্যে জাতীয় আয়** (National Income at constant base year prices)। এই স্থির মূল্য ধরে হিসাব করা জাতীয় আয়কেই প্রকৃত জাতীয় আয় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এটি বাড়লে তবেই প্রকৃত জাতীয় আয় বেড়েছে বলা যেতে পারে। মনে করা যাক, আমরা 2001, 2002 2003 ইত্যাদি বিভিন্ন বছরের প্রকৃত জাতীয় আয় নির্ণয় করতে চাই এবং প্রকৃত জাতীয় আয় বেড়েছে কিনা তা জানতে চাই। মনে করা যাক আমরা 2001 এই বছরটিকে ভিত্তি বছর হিসাবে ধরছি। এবার 2001 সালের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যায়ন আমরা করছি 2001 সালের দামের ভিত্তিতে। এটি 2001 সালের বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে জাতীয় আয়। এখন ধরা যাক, আমরা 2002 সালের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীগুলি নিলাম এবং তাদের মূল্যায়ন করলাম 2001 সালের দামস্তরের ভিত্তিতে। তাতে আমরা জাতীয় আয়ের যে মান পাব তাকে বলব 2002 সালের প্রকৃত জাতীয় আয়। অনুরূপভাবে 2001 সালের দামস্তরের ভিত্তিতে 2003 সালের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যায়ন করলে আমরা 2003 সালের প্রকৃত জাতীয় আয় পাব। মোট কথা যে বছরের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী আমরা নিচ্ছি সেই বছরেরই দামগুলি নিয়ে যদি আমরা জাতীয় আয় নির্ধারণ করি তাহলে তাকে বলা হবে আর্থিক জাতীয় আয়। অন্যদিকে যদি ঐ বছরের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যায়ন করি ভিত্তি বছরের দামগুলি নিয়ে তাহলে তাকে বলা হবে ঐ বছরের প্রকৃত জাতীয় আয়। যেমন যদি আমরা 2003 সালের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী এবং 2003 সালের দাম নিয়ে জাতীয় আয় হিসাব করি, এটা হবে 2003 সালের আর্থিক জাতীয় আয়। কিন্তু যদি আমরা 2003 সালের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী এবং 2001 সালের দাম নিয়ে জাতীয় আয় হিসাব করি, এটা হবে 2003 সালের প্রকৃত জাতীয় আয়। এই ভাবে কোন বছরকে ভিত্তি বছর হিসাবে ধরে সেই বছরের দামগুলি নিয়ে অন্যান্য বছরের প্রকৃত জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যাবে। অবশ্য ভিত্তি বছরের ক্ষেত্রে আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয় একই হবে।

দ্বিতীয়ত, আর একরকম ভাবেও প্রকৃত জাতীয় আয় পরিমাপ করা যেতে পারে।এটি হল দামসূচক [Price Index Number) -এর সাহায্যে। কোন বছরের দামসূচক হল একটি সংখ্যা যার সাহায্যে কোনো

ভিত্তি বছরের তুলনায় ঐ বছরের দামস্তর কতটা বেড়েছে তা জানা যায়। ভিত্তি বছরের দামসূচককে 100 ধরা হয়। এখন যদি 2001 কে ভিত্তি বছর ধরে 2007 সালের দামসূচক 300 হয় তার অর্থ 2001 সালের তুলনায় 2007 সালের দামস্তর তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি 2001-কে ভিত্তি বছর ধরে 2005 সালের দামসূচক 250 হয় তাহলে তার অর্থ 2001 সালের তুলনায় 2005 সালে দামস্তর 2.5 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 2001-কে ভিত্তি বছর ধরে 2002, 2003, 2004 ইত্যাদি বিভিন্ন বছরের দামসূচক আমরা পেতে পারি। এই দামসূচকের সাহায্যে প্রকৃত জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যায়। কোন বছরের আর্থিক জাতীয় আয়কে সেই বছরের দামসূচক দিয়ে ভাগ দিয়ে 100 দিয়ে গুণ দিলে সেই বছরের প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ

$$2002 \text{ সালের প্রকৃত জাতীয় আয়} = \frac{2002 \text{ সালের আর্থিক জাতীয় আয়} \times 100}{2002 \text{ সালের দামসূচক (2001-কে ভিত্তি বছর ধরে)}}।$$

যদি 2001 সালকে ভিত্তি বছর ধরে 2002 সালের দামসূচক 150 হয়, তার অর্থ হল যে 2001 সালের তুলনায় 2002 সালের দামস্তর গড়ে 1.5 গুণ বেড়েছে। সুতরাং 2002 সালের আর্থিক জাতীয় আয়কে যদি 1.5 দিয়ে ভাগ দেওয়া হয় তাহলে আর্থিক জাতীয় আয়ে দামস্তর বাড়ার প্রভাবটি বাদ দেওয়া সম্ভব হবে। এইভাবে কোন বছরের আর্থিক জাতীয় আয়কে সেই বছরের দামসূচক দিয়ে ভাগ করলেও সেই বছরের প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যাবে।

1.3. জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

আমরা জানি যে কোন দেশে এক বছরের মধ্যে সকল উপার্জনকারী ইউনিট সকল দ্রব্য বা সেবাকার্যের উৎপাদনে অংশগ্রহণ করার জন্য যে আয় করে সেই আয়ের যোগফলকেই ঐ দেশের ঐ বছরের জাতীয় আয় বলে। এই সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাই যে জাতীয় আয় পরিমাপের দুটি পদ্ধতি আছে ঃ একটি **আয়শুমারি পদ্ধতি** (Census of income method) আর একটি **উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি** (Census of production method) বা মূল্যসংযোগ পদ্ধতি (value-added method)। আয় শুমারি পদ্ধতিতে সমস্ত অর্জনকারী ইউনিটের আয়গুলি আমরা যোগ করি। আবার যেহেতু উৎপাদন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের ফলে উদ্ভুত আয়কেই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় সেজন্য উৎপাদনের মূল্য থেকেও আমরা জাতীয় আয় পেতে পারি। এই দুটি পদ্ধতি আমরা একে একে আলোচনা করব।

1.3.1. আয় শুমারি পদ্ধতি (Census of Income Method)

আয় শুমারি পদ্ধতিতে আমরা প্রথমে অর্জনকারী ইউনিটগুলিকে চিহ্নিত করি। অর্জনকারী ইউনিট কোন ব্যক্তি হ'তে পারে অথবা কোন প্রতিষ্ঠান হ'তে পারে। প্রতিটি অর্জনকারী ইউনিটের কিছু না কিছু আয় হচ্ছে। অর্জনকারী ইউনিটের যা অর্থাগম হয় তার থেকে অর্জনকারী ইউনিটের ব্যয় বাদ দিলে অর্জনকারী ইউনিটের স্থূল আয় পেতে পারি। অর্জনকারী ইউনিটের ব্যয়গুলিকে আমরা দুটি ভাগে করতে পারি।

প্রথমত, অর্জনকারীর সম্পত্তি অটুট রাখার জন্য অর্জনকারী ইউনিটের কিছু ব্যয় হয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থাগমের জন্য অর্জনকারী ইউনিটকে কিছু ব্যয় করতে হয় যেমন—কাঁচামাল কেনার ব্যয়, শ্রমিক নিয়োগ করার ব্যয় প্রভৃতি। এই দুই প্রকার ব্যয়, অর্জনকারীর অর্থাগম থেকে বাদ দিলে আমরা অর্জনকারীর স্থূল আয় পেতে পারি। এখন মনে করা যাক আমরা সেই সমস্ত অর্জনকারীর স্থূল আয়কেই ধরছি যারা উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য আয় করছে। এই সমস্ত অর্জনকারীদের আয়কে যোগ করলেই আমরা জাতীয় আয় পাই। যেহেতু অর্জনকারী ইউনিটের আয় গণনা করে আমরা এই জাতীয় আয় পাচ্ছি সেজন্য এই পদ্ধতিটির নাম আয় শুমারি পদ্ধতি।

আয় শুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয় করার সময় মনে রাখতে হবে যে অর্জনকারীর উৎপাদনে অংশগ্রহণের ফলে উদ্ভুত আয় সাধারণ ধারণার আয় থেকে পৃথক। সাধারণ অর্থে, কোন ব্যক্তি যদি কিছু টাকা

পান যা আর তাঁকে ফেরৎ দিতে হবে না সেটি তাঁর ব্যক্তিগত আয়। কিন্তু সকল প্রকার ব্যক্তিগত আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। প্রথমেই যে ব্যক্তিগত আয়ের কথা বলতে হয় যা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না, তা হল হস্তান্তর আয় (Transfer income)। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বা সেবাকার্য না দিয়েই যে অর্থ পায় তা হস্তান্তর আয়। সরকার জনসাধারণকে যে অর্থ সাহায্য করেন বেকার ভাতা বাবদ, পেনসন বাবদ বা খয়রাতি সাহায্য বাবদ সেগুলিকে জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। তেমনি কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে কিছু দান করেন তাহলে দান গ্রহীতার কাছে এটি ব্যক্তিগত আয় কিন্তু জাতীয় আয়ের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত হবে না। এগুলি হস্তান্তর আয়ের উদাহরণ।

আর এক ধরনের অর্থাগমকে জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদিও তা ব্যক্তিগত আয় হিসাবে গণ্য। সেটি হল **মূলধনি লাভ** (Capital gains)। কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করলে ঐ ব্যক্তির যা লাভ হয় তাকে বলে মূলধনি লাভ। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি এক টুকরো জমি পাঁচ হাজার টাকায় কিনে দশ হাজার টাকায় বিক্রি করল। তাহলে তার পাঁচ হাজার টাকা মূলধনি লাভ হ'ল। এটি ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত আয় হ'লেও একে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না কারণ এর সঙ্গে কোন দ্রব্য বা সেবাকার্যের উৎপাদন জড়িত নেই।

উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে যে আয় উদ্ভুত হয় তাকেই জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখন, দেশের জনসাধারণ উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে উৎপাদনের উপকরণগুলি যোগান দেওয়ার মাধ্যমে। আমরা জানি উৎপাদনের চারটি উপকরণ আছে—জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন বা উদ্যোক্তা। উৎপাদনের কাজে যে জমি, বাড়ি লাগে তা যদি ভাড়া করা হয় তাহলে জমির মালিককে খাজনা দিতে হয়। উৎপাদনে যে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাদের মজুরি দিতে হয়। উৎপাদনে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি দরকার তা কেনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ যার কাছ থেকে ধার নেওয়া হয় তাকে সুদ দিতে হবে। জমির মালিকের খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, ধার নেওয়া টাকার সুদ এসব চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত আয়। এই সমস্ত ব্যয় মেটানোর পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তাই মুনাফা। এই মুনাফা পাবে সংগঠক বা উদ্যোক্তা। যেহেতু উৎপাদন পদ্ধতিতে জড়িত থাকার জন্য এই চার রকমের আয় হতে পারে সেজন্য এই চার রকম আয় যোগ করেই আমরা জাতীয় আয় পেতে পারি। কাজেই জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা। যেহেতু উৎপাদনের উপাদানগুলির পাওনা যোগ করে এই জাতীয় আয় পাওয়া যাচ্ছে সেজন্য এর অপর নাম **উপাদানের পাওনার সমষ্টি** (Factor Payments Total)।

আয় শুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে মালিকের নিজস্ব যে সমস্ত উপাদান উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের পাওনাকেও জাতীয় আয়ের মধ্যে গণ্য করতে হবে। যেমন মালিকের নিজের বাড়িতেই যদি উৎপাদন হয় তাহলে মালিককে বাড়ি ভাড়া দিতে হচ্ছে না। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুরূপ বাড়ি ভাড়া করতে হ'লে যে ভাড়া লাগতো তাকেই ঐ বাড়ির ভাড়া হিসাবে জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আবার কিছু কিছু দ্রব্য বা সেবাকার্যের উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না বলে তাদের মূল্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে থেকে বাদ দেওয়া হয়। যেমন মজুরি দিয়ে রাঁধুনি রাখলে রাঁধুনির মজুরিকে জাতীয় আয়ের মধ্যে গণ্য করতে হতো। কিন্তু বাড়ির গৃহিনী রান্নার কাজ করলে সেই কাজের মূল্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না কারণ গৃহিণীকে কোন অর্থ প্রদান করা হচ্ছে না। তেমনি সেলুনে গিয়ে দাড়ি কাটলে তার মূল্য নাপিতের আয় হিসাবে জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতো। কিন্তু নিজের দাড়ি নিজে কাটলে তার মূল্য জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। এক কথায় গৃহাভ্যন্তরে যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং যার জন্য কোন অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে না তার মূল্যকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। যৌথ মূলধনি কোম্পানির যে মুনাফা হয় সেই মুনাফার একটি অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ আকারে বন্টন করা হয় এবং আর একটি অংশ অবন্টিত আকারে থাকে। যে অংশটি লভ্যাংশ আকারে বন্টিত হয় সেই অংশটি শেয়ার হোল্ডারদের আয়

হিসাবে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যদিকে যে অংশটি অবন্টিত থাকে সেই অংশটি যৌথ মূলধনি কোম্পানির আয় হিসাবে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আয় শুমারি পদ্ধতিটি খুবই সহজ ও সরল। কিন্তু এর প্রধান অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হ'লে দেশের প্রতিটি অর্জনকারী ইউনিটকে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে। তবে সেই সমস্ত অর্জনকারী ইউনিটকে নিতে হবে যারা উৎপাদন কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যই আয় করছে। অর্জনকারী ইউনিট ব্যক্তি হ'তে পারে আবার প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। কাজেই আয় শুমারি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হ'লে দেশের কোটি কোটি লোকের কাছ থেকে এবং লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে রাশিতথ্য (data) সংগ্রহ করতে হবে। এই কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়। এতে শ্রম এবং ব্যয় বেশি লাগবে। এই রকম গণনা করতে সময়ও বেশি লাগবে। সেজন্য আয় শুমারি পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতেও জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। সেইরকম একটি পদ্ধতি হল উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি (Census of production method)। এই পদ্ধতিটি এখন আমরা আলোচনা করব।

1.3.2. মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method) বা, উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি (Census of Production Method)

কোন একটি দেশে এক বছরে যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাকার্য্য উৎপন্ন হয় তাদের অর্থমূল্য যোগ করলে এবং একই দ্রব্যকে একাধিক বার গণনা পরিহার করলে ঐ যোগফলকে **স্থূল জাতীয় উৎপাদন** (Gross National Product বা সংক্ষেপে G.N.P.) বলে। এই স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনি দ্রব্যের ক্ষয় ক্ষতি বা অবচিতি বা অবচয় (Depreciation) বাদ দিলে পাওয়া যায় **নিট জাতীয় উৎপাদন** (Net National Product)। এই নিট জাতীয় উৎপাদনই জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমান। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন এক বছর) দেশে নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হয়। তাদের এককও বিভিন্ন। সুতরাং তাদের সরাসরি যোগ করা সম্ভব নয়। সেজন্য উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীকে তাদের দাম দিয়ে গুণ করে তাদের অর্থমূল্য নির্ণয় করে যোগ করা হয়।

উৎপাদন শুমারি পদ্ধতিতে লক্ষ রাখতে হয় যেন একই দ্রব্যের মূল্য একাধিক বার ধরা (multiple counting) না হয়। যদি এক বছরের মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর ও সেবাকার্যের মূল্য যোগ করা হয় তাহলে একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার যোগ করা হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ এক বছরের মধ্যে উৎপন্ন গমের একটা অংশ ঐ বছরই ময়দায় পরিণত করা হয় ময়দার কলে। আবার ঐ বছরই ঐ ময়দা থেকে পাউরুটি তৈরি করা হয়। এখন যদি গমের মূল্য, ময়দার মূল্য এবং পাউরুটির মূল্য যোগ করা হয় তাহলে গমের উৎপাদনের যে অংশটুকু ময়দা উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পরে পাউরুটির উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই অংশটুকুর মূল্য তিনবার ধরা হচ্ছে কারণ ময়দার মূল্যের মধ্যেই গমের মূল্য রয়েছে। আবার পাউরুটির মূল্যের মধ্যে রয়েছে ময়দার মূল্য যাতে আবার রয়েছে গমের মূল্য। কাজেই গমের মূল্য, ময়দার মূল্য এবং পাউরুটির মূল্য তিনটিই ধরলে পাঁউরুটি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত গমের মূল্য তিনবার ধরা হয়ে যাচ্ছে। একই দ্রব্যের মূল্য এই ধরনের একাধিকবার গণনা পরিহার করতে হবে।

একাধিকবার গণনা পরিহার করার জন্য দুটি উপায় আছে। একটিকে বলে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি (Final Product Method) ; অন্যটিকে বলে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method)।

➤ **শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি** (Final Product Method) : এই পদ্ধতিতে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি—শেষ উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্তর্বর্তী দ্রব্য (Intermediate goods)। যদি কোন দ্রব্য যে বছর উৎপন্ন হচ্ছে সেই বছরেই অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত হয় এবং নিঃশেষ হয়ে যায় তবে তাকে বলা হবে অন্তর্বর্তী দ্রব্য। যে দ্রব্যটি অন্তর্বর্তী দ্রব্য নয় এই হিসাব অনুযায়ী সেটিই শেষ উৎপন্ন দ্রব্য। মনে রাখতে হবে এই শ্রেণিবিভাগ দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী। একই দ্রব্য একই সময়ে অন্তর্বর্তী দ্রব্য এবং শেষ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন কোন বছরে উৎপন্ন কয়লার যে অংশটুকু ইস্পাত চুল্লীতে জ্বালানি আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে সে অংশটুকু অন্তর্বর্তী দ্রব্য। কিন্তু কয়লার যে অংশটুকু বাড়িতে রান্নার কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে অংশটুকু শেষ উৎপন্ন দ্রব্য।

উৎপাদন শুমারি পদ্ধতিতে যদি শেষ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যটুকুই ধরা হয় এবং যদি অন্তর্বর্তী উৎপাদনের মূল্য না ধরা হয় তাহলে একাধিকবার গণনা পরিহার করা যাবে। আমাদের আগের উদাহরণে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে পাউরুটির মূল্য শুধু ধরা হবে। গমের মূল্য বা ময়দার মূল্য ধরা হবে না। এইভাবে গমের মূল্য একাধিকবার গণনার সমস্যাটি এড়ানো যাবে।

মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method) : আর একরকম উপায়ে একাধিকবার গণনার সমস্যাটি পরিহার করা যেতে পারে। সেটি হল উৎপাদনের প্রতি স্তরে কতটা মূল্য সংযোজন হচ্ছে তা নির্ণয় করা এবং যোগ করা। **কোন উৎপাদন পদ্ধতিতে মূল্য সংযোজন সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য এবং সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত নিঃশেষিত এবং সেই বছরেই উৎপাদিত কাঁচামালের মূল্যের বিয়োগফল** (Value added is the difference between the total value of output of the year and the value of all raw materials that have been drawn from the production of the year and have been used up)। যে কাঁচামাল বর্তমান বছরের উৎপাদন থেকে আসেনি বা যে কাঁচামাল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না তাদের মূল্য বাদ হবে না মূল্য সংযোজন নির্ণয় করার জন্য। এক বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত উৎপাদনী ইউনিটগুলিতে মোট কত মূল্য-সংযোজন ঘটছে তার যোগফল থেকেও আমরা স্থূল জাতীয় উৎপাদন পেতে পারি।

শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি এবং মূল্য সংযোজন পদ্ধতি থেকে আমরা একই ফল পেতে পারি। বিষয়টিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনে করা যাক কোন বছরে 1000 টাকার গম উৎপন্ন হয়েছে। তার সবটাই ময়দা কলে ময়দায় পরিণত করা হয়েছে ঐ একই বছরে। ঐ ময়দার মূল্য ধরা হ'ল 1500 টাকা। আবার ধরা যাক ঐ ময়দার সবটাই ঐ একই বছরে পাঁউরুটির উৎপাদনে নিযুক্ত হয়েছে এবং ধরা যাক পাঁউরুটির মূল্য 2500 টাকা। এখন শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতিতে আমরা শুধু পাঁউরুটির মূল্যকেই ধরব। স্থূল জাতীয় উৎপাদন তাহলে হবে 2500 টাকা। অন্যদিকে মূল্য সংযোজন পদ্ধতিতে বিচার করলে গম উৎপাদনে মূল্য সংযোজিত হচ্ছে 1000 টাকা। ময়দা উৎপাদনে মূল্য সংযোজিত হচ্ছে (1500 – 1000) বা 500 টাকা। পাঁউরুটির উৎপাদনে মূল্য সংযোজিত হচ্ছে (2500 – 1500) বা 1000 টাকা। তাহলে মোট মূল্য সংযোজন (1000 + 500 + 1000) বা 2500 টাকা যা পাঁউরুটির মূল্যের সঙ্গে সমান। কাজেই শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি এবং মূল্য সংযোজন পদ্ধতিতে আমরা একই ফল পাই।

যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে এই মূল্য সংযোজন পদ্ধতি প্রয়োগ করা খুবই সহজ। কোম্পানি আইনের সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি যৌথ মূলধনি কোম্পানিকে আয় ব্যয়ের হিসাব বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হয় এবং বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব বাধ্যতামূলকভাবে শেয়ার হোল্ডারদের বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করতে হয়। এই আয় ব্যয়ের হিসাবে কোম্পানি বছরের মধ্যে কোন্ কোন্ খাতে কত ব্যয় করছে তারও উল্লেখ থাকে। কোম্পানির ব্যয়ের দুটো অংশ থাকে। একটা অংশ কোম্পানির সম্পত্তি অটুট রাখার জন্য ব্যয়। এটাকে অবচিতি বা ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয় বলা যেতে পারে। কোম্পানির প্রাপ্তিগুলির সমষ্টি থেকে এই অবচিতি বিয়োগ দিলে যা থাকে তাই ঐ কোম্পানির মূল্য সংযোজন। এই সংযোজিত মূল্য থেকেই কোম্পানি মজুরি, খাজনা, সুদ, মুনাফা ইত্যাদি বিলি করে। এইগুলিই যৌথ মূলধনি কোম্পানির ব্যয়ের দ্বিতীয় অংশ। কাজেই কোম্পানির হিসাবপত্রের খাতা থেকে সহজেই মূল্য সংযোজনের পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে। এইভাবে সমস্ত যৌথ মূলধনি কোম্পানির মূল্য সংযোজন যোগ করলেই যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলিতে উদ্ভুত জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানা যাবে।

শুধু যৌথ মূলধনি কোম্পানিই নয়, এক মালিকানা প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠানেও এই ধরনের আয় ব্যয়ের হিসাব অনেক ক্ষেত্রেই রাখা হয়। যে সব ক্ষেত্রে এই ধরনের হিসাব রাখা হয় সেই সব প্রতিষ্ঠানের মূল্যসৃজনও এইসব হিসাব থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতির একটা সুবিধা এই যে এখানে অনেক সহজে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। যেমন ধরা যাক কোন কোম্পানিতে 1,000 শ্রমিক নিযুক্ত আছে এবং ঐ কোম্পানির ধরা যাক 10,000 শেয়ার হোল্ডার আছে। আয় শুমারি পদ্ধতি অনুযায়ী এই 1,000 শ্রমিক

এবং 10,000 শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে আয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হতো। কিন্তু যৌথ মূলধনি কোম্পানির মূল্যসৃজন থেকেই এই হিসাব আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সমস্ত শ্রমিক বা সমস্ত শেয়ার হোল্ডারের কাছে আমাদের যেতে হচ্ছে না। এইভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাবের খাতাপত্র থেকেই পেতে পারি।

এইবার সরকারি ক্ষেত্রে কাজকর্মের ফলে জাতীয় আয় কতটা সৃষ্টি হয় তা দেখা যাক। সরকারের কর্মচারীরা সরকারকে সেবাকার্য বিক্রি করে এবং তার ফলে তারা সরকারের কাছ থেকে বেতন পায়। এই বেতনকে সরকারের কাজকর্মের মূল্য (Value of Public Services) হিসাবে ধরা যেতে পারে। সরকারি কাজকর্মকে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য না অন্তর্বর্তী উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে ধরা হবে এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে স্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী সরকারি কাজকর্মকে আমরা শেষ স্তরের দ্রব্য হিসাবেই ধরব। সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়ণের আর একটি দিক আছে। অনেক সরকারি সেবাকার্য বাজারে বিক্রি হয় না। এদের কোন বাজার দাম নেই। কাজেই এই ধরনের সেবাকার্য যোগান দেওয়ার জন্য সরকারের যা ব্যয় সেটাকেই সরকারের সেবাকার্যের মূল্য হিসাবে ধরতে পারি। সরকারের হিসাবপত্র থেকে সরকারি ক্ষেত্রে কতটা জাতীয় আয় উদ্ভূত হচ্ছে তাও সহজে জানা যেতে পারে।

এছাড়া অর্থনীতিতে রয়েছে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বা স্বনিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন স্বাধীন ওকালতিতে নিযুক্ত উকিল, স্বাধীন প্র্যাকটিশে রত ডাক্তার, স্বাধীন প্র্যাকটিশে রত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি। এঁরা যত আয় করছেন সেটা এঁদের সেবার মূল্য হিসাবে ধরা যেতে পারে। এঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য আয় পদ্ধতি গ্রহণ করাই সহজ।

1.4. জাতীয় আয়ের বিভাজন ঃ ভোগ ও সঞ্চয়
(Division of National Income into Consumption and Saving)

আমরা জানি যে একটি বছরের মধ্যে কোন দেশের সমস্ত অর্জনকারী ইউনিট যে আয় করে সেই আয় যোগ করলেই আমরা জাতীয় আয় পেতে পারি। আয় শুমারি পদ্ধতিতে এইভাবে সমস্ত অর্জনকারী ইউনিটের আয় যোগ করে আমরা জাতীয় আয় পেয়ে থাকি। কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাপ করার আর একটি পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিটিকে আমরা এখন আলোচনা করতে পারি। এই পদ্ধতিটিকে ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method) বলা যেতে পারে। একজন ব্যক্তির কথাই ধরা যাক। একজন ব্যক্তির যে আয় হয় ব্যক্তি কীভাবে সেই আয় ব্যয় করে সেটি দেখা যাক। আয়ের একটি অংশ ব্যক্তি দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ব্যয় করে এবং অপর অংশটি ব্যক্তি সঞ্চয় করে। দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ব্যক্তির যে ব্যয় সেই ব্যয়কে যদি আমরা ব্যক্তির **ভোগ ব্যয় বলি তাহলে ভোগ ব্যয় মিটিয়ে আয়ের যে অংশ উদ্বৃত্ত থাকল তাকেই বলা হয় সঞ্চয়। এইভাবে ব্যক্তির আয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ একটি অংশ ব্যক্তির ভোগ ব্যয় এবং অপর অংশটি ব্যক্তির সঞ্চয়। এইভাবে ভোগ ব্যয় এবং সঞ্চয় এ দুটিকে যোগ করলে আমরা ব্যক্তির আয় পেতে পারি।** অনুরূপভাবে **আমরা সমগ্র দেশের পক্ষেও বলতে পারি যে সমগ্র দেশের ভোগ ব্যয় ও সমগ্র দেশের সঞ্চয় যোগ করলে আমরা সমগ্র দেশের জাতীয় আয় পেতে পারি।** কীভাবে আমরা সমগ্র দেশের ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করলে দেশের জাতীয় আয় পেতে পারি তা ব্যাখ্যা করার আগে ভোগ ও সঞ্চয় এই ধারণাগুলির সংজ্ঞা দেওয়া দরকার।

1.4.1. ভোগ ও সঞ্চয় কাকে বলে (What is Consumption and What is Saving)

যে সব দ্রব্য ক্রেতা অভাব মোচনের উদ্দেশ্যেই ক্রয় করে এবং ভোগ করে তাদের ভোগ্যদ্রব্য বলে। ভোগ্যদ্রব্যের **জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটাই ভোগব্যয়।** ভোগ্যদ্রব্য দু'ধরনের হতে পারে। একটি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য এবং অপরটি অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য। স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যটি একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। যেমন—বাড়ি, রেডিও, টেলিভিশন, মোটরগাড়ি ইত্যাদি এইগুলি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য কারণ এগুলি দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে যে সমস্ত ভোগ্যদ্রব্য একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় যেমন—ভাত,

ডাল, রুটি, তরকারী, মাছ, মাংস ইত্যাদি এগুলি অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য। কোন একটি বছরে ভোগ্যদ্রব্যের উপর যে ব্যয় হয় সেই ব্যয়কে আমরা ভোগব্যয় বলতে পারি। অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের উপর যে ব্যয় তার সমস্তটাই ভোগব্যয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য কেনার জন্য যে ব্যয় হয় তার সমস্তটাকে ঐ বছরের ভোগ ব্যয় হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের উপর যে ব্যয় হয় সেই ব্যয়ের একটি অংশকে ঐ বছরের ভোগ ব্যয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন ধরা যাক কোন বছরে একটি স্কুটার কিনতে একজন ব্যক্তি দশ হাজার টাকা খরচ করল। আরও ধরা যাক এই স্কুটারটি দশ বছর ধরে ব্যবহার করা যাবে। তাহলে এই দশ হাজার টাকার মধ্যে এক হাজার টাকাকে আমরা ঐ বছরের ভোগ ব্যয় হিসাবে ধরব। সুতরাং **কোন বছরের ভোগ ব্যয় বলতে আমরা বোঝাব সেই বছরের ভোগের জন্য ব্যবহৃত** দ্রব্যসামগ্রীর **উপর ব্যয়।** ভোগব্যয় সরকারি ক্ষেত্রে হতে পারে, বেসরকারি ক্ষেত্রেও হতে পারে। সরকার, প্রশাসন, ত্রাণ, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি কাজে যে অর্থ ব্যয় করে থাকে তাকে সরকারি ভোগ ব্যয় বলে। অন্যদিকে বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্যাদি কিনতে এবং ঐ বছরের জন্য ভোগ করতে ব্যয় করে সেটি বেসরকারি ভোগ ব্যয়। আয়ের যে অংশ ভোগে ব্যয়িত হচ্ছে না তাকেই আমরা বলি সঞ্চয়। অর্থাৎ **সমাজের মোট আয় থেকে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা সমাজের সঞ্চয়।**

1.4.2. জাতীয় আয় = ভোগ + সঞ্চয় (National Income = Consumption + Saving)

আমরা আগেই দেখেছি যে কোন ব্যক্তির যে আয় হয় সেই আয়কে আমরা দুটি অংশে ভাগ করতে পারি। একটি অংশ ব্যক্তির ভোগ ব্যয় এবং অপর অংশ ব্যক্তির সঞ্চয়। আয়ের যে অংশটি ভোগ ব্যয়ে ব্যয়িত হচ্ছে না তাকেই আমরা বলি সঞ্চয়। অনুরূপভাবে দেশের যে মোট আয় অর্থাৎ জাতীয় আয় তাকেও আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি দেশের মোট ভোগ ব্যয় এবং অপরটি দেশের মোট সঞ্চয়। সুতরাং **জাতীয় আয়কে মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট সঞ্চয়ের সমষ্টি হিসাবে পাওয়া যেতে পারে।** সমাজের মোট আয়কে বা জাতীয় আয়কে যদি আমরা Y এই চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করি, সমাজের মোট ভোগ ব্যয়কে যদি আমরা C এই চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করি এবং সমাজের মোট সঞ্চয়কে যদি আমরা S এই চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করি তাহলে আমরা বলতে পারি $Y \equiv C + S$. অর্থাৎ সমাজের মোট ভোগ ব্যয় এবং সমাজের মোট সঞ্চয় যোগ করে আমরা সমাজের জাতীয় আয় পেতে পারি।

1.4.3. জাতীয় আয় = ভোগ ব্যয় + বিনিয়োগ ব্যয় (National Income = Consumption + Investment)

জাতীয় আয় পরিমাপ করার আরও একটি পদ্ধতি আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। সেটি হ'লঃ **জাতীয় আয় হবে মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফল।** বিনিয়োগ ব্যয় বলতে কী বোঝায় সেটি প্রথমে ব্যাখ্যা করা দরকার। আমরা আগেই বলেছি যে বর্তমান বছরে ভোগের জন্য যে দ্রব্য সামগ্রী কেনা হয় তাকেই আমরা ভোগ ব্যয় বলে থাকি। অন্যদিকে **বর্তমান বছরে ভোগ করা হবে না এই ধরনের দ্রব্য সামগ্রী কিনতে যে ব্যয় হবে তাকেই আমরা বলব বিনিয়োগ ব্যয়।** (Investment expenditure is defined as expenditure on goods not for current consumption)। স্থায়ী ভোগ্য সামগ্রী কেনার উদাহরণটি ধরা যাক। যদি কোন ব্যক্তি স্কুটার কিনতে দশ হাজার টাকা খরচ করে এবং এই স্কুটারটি যদি দশ বছর চালু থাকে তাহলে যে বছর স্কুটারটি কিনতে দশ হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে সেই বছরে এক হাজার টাকা ভোগ ব্যয় আর ন'হাজার টাকা বিনিয়োগ ব্যয়। তেমনি যন্ত্রপাতি কিনতে যৌথ মূলধনি কোম্পানির যে ব্যয়, সেটি বিনিয়োগ ব্যয় কারণ যন্ত্রপাতি ভোগের জন্য কেনা হচ্ছে না। যদি কোন দ্রব্য সামগ্রী মজুত করে রাখার জন্য কেনা হয় তাহলে সেই ব্যয়ও হবে বিনিয়োগ ব্যয়। এইভাবে আমরা বলতে পারি যে দেশের মোট ভোগ ব্যয় এবং দেশের মোট বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করলেই আমরা জাতীয় আয় পেতে পারি। যদি ভোগ ব্যয়কে আমরা C দ্বারা চিহ্নিত করি এবং বিনিয়োগ ব্যয়কে আমরা I দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে জাতীয় আয় Y হবে C + I এর সঙ্গে সমান ($Y \equiv C + I$)। **সুতরাং আমরা দেখছি যে জাতীয় আয়কে আমরা দু'ভাবে**

পরিমাপ করতে পারি। প্রথমত, আমরা বলতে পারি যে জাতীয় আয় হল ভোগ ব্যয় এবং সঞ্চয়ের যোগফল। দ্বিতীয়ত, আমরা বলতে পারি যে জাতীয় আয় হল ভোগ ব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফল। বিষয়টিকে আমরা একটু অন্য রকমভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারি। আমরা জানি যে কোন বছরে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে তাই সেই বছরের জাতীয় উৎপন্ন বা জাতীয় আয়। এখন উৎপন্ন দ্রব্যটি দুটি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমত, উৎপন্ন দ্রব্যটি ঐ বছরই ভোগের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তখন তাকে বলব ভোগ্য দ্রব্য। আর যদি উৎপন্ন দ্রব্যটি ঐ বছরই ভোগের জন্য ব্যবহার করা না হয় তাহলে তাকে বলব মূলধনি দ্রব্য। ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনি দ্রব্যের মধ্যে এই যে পার্থক্য সেটি দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী। ভোগ্যদ্রব্যের উপর যে ব্যয় তাকে আমরা বলছি ভোগব্যয় আর মূলধনি দ্রব্যের উপর যে ব্যয় তাকে আমরা বলছি বিনিয়োগ ব্যয়। কাজেই সমাজের মোট ভোগ ব্যয় এবং সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় যদি আমরা যোগ করি তাহলে সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য আমরা পেতে পারি। এখন সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যই সমাজের জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমান। কাজেই সমাজের জাতীয় আয় আমরা সমাজের মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করলেই পেতে পারি। এইভাবে ব্যয় পদ্ধতির মাধ্যমেও কোন দেশের জাতীয় আয় পেতে পারি। এই পদ্ধতিকে ব্যয়শুমারি পদ্ধতি (Census of expenditure method) বলা যেতে পারে কারণ বিভিন্ন ধরনের ব্যয়কে যোগ করে আমরা জাতীয় আয় পাচ্ছি।

1.4.4. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অভেদ (Identity between Saving and Investment)

আমরা জানি যে নিট জাতীয় উৎপাদনকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। একটি ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন এবং অপরটি মূলধনি দ্রব্যের উৎপাদন। ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে আমরা ভোগ ব্যয় বলতে পারি। অন্যদিকে মূলধনি দ্রব্যের উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে আমরা বিনিয়োগ ব্যয় বলতে পারি। তাহলে মোট উৎপাদন হবে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফলের সমান। অর্থাৎ $Y \equiv C + I$. আবার আমরা আরও জানি যে জাতীয় আয়কে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট সঞ্চয়। অর্থাৎ $Y \equiv C + S$. এই দুটি সম্পর্ক থেকে আমরা পাই $C + I \equiv C + S$ অর্থাৎ $I \equiv S$. একেই বলা হয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে অভেদ।

লক্ষ করার বিষয় এই যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে এই যে অভেদ এটি আমরা সঞ্চয়ের সংজ্ঞা এবং বিনিয়োগের সংজ্ঞা থেকেই পাচ্ছি। উৎপাদনের যে অংশটি ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়িত হচ্ছে না তাকেই আমরা বলছি বিনিয়োগ। আবার আয়ের যে অংশটি ভোগ্যদ্রব্য কিনতে ব্যয়িত হচ্ছে না তাকেই আমরা বলছি সঞ্চয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে। এই জন্যই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা আমরা সকল সময়েই পাচ্ছি।

মনে রাখতে হবে যে, জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যে অভেদ আমরা পাচ্ছি সেই সঞ্চয় প্রকৃত বা বাস্তবিক সঞ্চয় (realised or actual or ex-post saving)। তেমনি বিনিয়োগ বলতে আমরা প্রকৃত বা বাস্তবিক বিনিয়োগকে (realised or actual or ex-post investment) বোঝাচ্ছি। কিন্তু সঞ্চয় বলতে যদি আমরা বাঞ্ছিত সঞ্চয় (Intended or desired saving) অর্থাৎ যতটা সঞ্চয় লোকেরা করবে বলে মনে করছে সেইটাকে বুঝি এবং বিনিয়োগ বলতে যদি বাঞ্ছিত বিনিয়োগ (Intended or desired investment) অর্থাৎ লোকেরা যতটা বিনিয়োগ করবে বলে মনে করছে সেইটাকে বুঝি তাহলে কিন্তু বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে অভেদ আমরা পেতে পারি না। তার কারণ আধুনিক যুগে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সাধারণত একই লোক নেয় না। যে লোক সঞ্চয় করে সে বিনিয়োগ করার জন্য সঞ্চয় নাও করতে পারে। সঞ্চয়কারীরা তাদের সঞ্চয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জমা রাখে। **কাজেই বাঞ্ছিত সঞ্চয় ও বাঞ্ছিত বিনিয়োগ যে সকল সময়েই সমান হবে এমন কোন কথা নেই। জাতীয় আয়ের ভারসাম্য অবস্থাতেই কেবলমাত্র বাঞ্ছিত সঞ্চয় ও বাঞ্ছিত বিনিয়োগ সমান হয়। কিন্তু জাতীয় আয়ে ভারসাম্য থাক বা না থাক বাস্তবিক সঞ্চয় এবং বাস্তবিক বিনিয়োগ সকল সময়ে অবশ্যই সমান হবে।**

1.5. সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও জাতীয় আয় পরিমাপ (Economic Activities of the Government and National Income Accounting)

ধরা যাক কোন একটি দেশের সরকার নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত। সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময়ে ধরতে হয় সেটি আমরা এখন আলোচনা করছি। **কোন একটি দেশের সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলিকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি।**

প্রথমত, সরকারি মালিকানাধীন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলি দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করছে এবং এই দ্রব্যগুলি বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, সরকার জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কিছু ব্যয় করে থাকেন যে ব্যয়গুলির সুবিধা সকলেই ভোগ করে। এই ধরনের ব্যয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যয়, শিক্ষার জন্য ব্যয় প্রভৃতি। এই ধরনের সেবামূলক কার্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে কোনরূপ দাম না দিয়েই এই সেবা কার্যগুলি সকলেই ভোগ করতে পারে।

তৃতীয়ত, সরকার জনসাধারণকে নানাবিধ অর্থ প্রদান করেন তাদের কাছ থেকে কোনরূপ সেবাকার্য না নিয়েই। এগুলিকে হস্তান্তর আয় (Transfer income) বলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য, বেকার যুবকদের ভাতা প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

চতুর্থত, সরকার কর আরোপ করেন এবং করের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন।

এই চার রকমের কাজকর্ম জাতীয় আয় পরিমাপের সময়ে কীভাবে ধরা যেতে পারে সেটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

প্রথম বিষয়টি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। ব্যক্তিক্ষেত্রে উৎপাদন হলে তার মূল্য যেভাবে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় সরকারি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন হলে তার মূল্য ঠিক সেইভাবেই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরতে হবে। অর্থাৎ সরকারি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে যে দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য সামগ্রীর আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরতে হবে। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী শেষ স্তরের দ্রব্যসামগ্রী (Final product) শুধু সেগুলিকেই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে সরকারি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করছে তারা উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য যে আয় পাচ্ছে সেই আয়কে জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আবার সরকারি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উপর জনসাধারণ যে অর্থ ব্যয় করছে সেটিকেও জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে ধরতে হবে। এইভাবে সরকারি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে, জাতীয় আয়ের মধ্যে এবং জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এবার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবাকার্যের বিষয়টি চিন্তা করা যাক। কোন দেশের সরকার সেই দেশের জনসাধারণের জন্য নানাবিধ সেবাকার্য প্রদান করে থাকেন। এই সমস্ত সেবাকার্য বাজারে বিক্রি হয় না অর্থাৎ এই সমস্ত সেবাকার্য ভোগ করার জন্য জনসাধারণকে অর্থ প্রদান করতে হয় না। এই সেবাকার্যগুলির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এই সুবিধা সকলেই ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ সরকার দেশের নিরাপত্তার জন্য সৈন্যবাহিনী বজায় রাখেন। আবার দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিস বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বজায় রাখেন। এর সুফল দেশের সমস্ত জনসাধারণই ভোগ করে। আবার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা সকলেই ভোগ করতে পারে বা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুবিধা সকলেই ভোগ করতে পারে। এই সেবাকার্যগুলিকে আমরা সাধারণ সেবাকার্য (Common services) হিসাবে উল্লেখ করছি। **জাতীয় আয় পরিমাপের সময়ে এই সেবা কার্যগুলি দুটি সমস্যার সৃষ্টি করে। একটি হ'ল যে এই সেবা কার্যগুলিকে শেষ স্তরের সেবাকার্য** (Final services) **হিসাবে ধরা হবে, না কি অন্তর্বর্তী স্তরের সেবাকার্য** (Intermediate services) **হিসাবে**

ধরা হবে তা স্থির করা। যদি এদের শেষ স্তরের সেবাকার্য হিসাবে ধরা হয় তাহলেই এই সমস্ত সেবাকার্যের মূল্য জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু যদি এগুলিকে অন্তর্বর্তী স্তরের সেবাকার্য হিসাবে ধরা হয় তাহলে এদের মূল্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হবে না। এই সমস্ত সাধারণ সেবাকার্য শেষ স্তরের সেবাকার্য না অন্তর্বর্তী স্তরের সেবাকার্য সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ এগুলিকে শেষ স্তরের সেবাকার্য হিসাবে গণ্য করতে চান। আবার কারো কারো মতে এগুলি অন্তর্বর্তী স্তরের সেবাকার্য। সেই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা এই ধরনের সাধারণ সেবাকার্যগুলিকে শেষ স্তরের সেবাকার্য হিসাবেই গণ্য করব। কাজেই এই ধরনের সেবাকার্যের অর্থমূল্যকে আমরা জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব। **দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল ঃ এই ধরনের সেবাকার্যের মূল্য আমরা কীভাবে নির্ধারণ করব?** আমরা আগেই বলেছি যে এই ধরনের সেবাকার্য বাজারে বিক্রি হয় না। এইগুলি ভোগ করার জন্য জনসাধারণকে কোন অর্থ প্রদান করতে হয় না। অর্থাৎ এই ধরনের সেবাকার্যের কোন বাজার দাম নেই। তাহলে সমস্যা হ'ল যে এই ধরনের সেবাকার্যের মূল্য আমরা কীভাবে বের করব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, **এই ধরনের সেবাকার্য যোগান দিতে সরকারের যে ব্যয় হয় সেই ব্যয়কেই এই ধরনের সেবাকার্যের আর্থিক মূল্য হিসাবে ধরা যেতে পারে।** অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর জন্য সরকারের যে ব্যয় বা পুলিশ বাহিনীর জন্য সরকারের যা ব্যয় বা বিচার ব্যবস্থার জন্য সরকারের যা ব্যয় ইত্যাদি ব্যয়ের সমষ্টিকেই আমরা এই সমস্ত সেবাকার্যের মূল্য হিসাবে গ্রহণ করব। আবার এই সমস্ত সেবাকার্য যারা দিচ্ছে অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি এই সব সেবাকার্য উৎপাদনে নিযুক্ত এবং তার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে অর্থ পাচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তির আয় হিসাবে সরকারের এই ব্যয়কে গ্রহণ করা যেতে পারে। কাজেই সাধারণ সেবাকার্যের জন্য সরকারের যে ব্যয় সেটিকে একদিকে জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে সেবাকার্যের মূল্য হিসাবে ধরা যেতে পারে। অন্যদিকে এটিকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা যেতে পারে। আবার এটিকে জাতীয় ব্যয়ের মধ্যেও ধরা যেতে পারে।

সরকার যে সমস্ত অর্থ জনসাধারণকে দেন জনসাধারণের কাছ থেকে কোনরূপ দ্রব্য বা সেবাকার্য না নিয়ে সেগুলিকে হস্তান্তর আয় বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ সরকার বেকারদের যদি কোন ভাতা প্রদান করেন তাহলে সেটি হস্তান্তর আয়। আবার দুস্থ ব্যক্তিকে সরকার যদি কোন অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন সেটিও ঐ ব্যক্তির হস্তান্তর আয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে সরকার ত্রাণকার্য বাবদ যে সাহায্য জনসাধারণকে দিয়ে থাকেন সেটিও হস্তান্তর আয়ের উদাহরণ। এই সমস্ত হস্তান্তর আয়কে আমরা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করি না কারণ এই সমস্ত আয় যারা গ্রহণ করছে তারা বিনিময়ে সরকারকে কোনরূপ দ্রব্য বা সেবাকার্য দিচ্ছে না। কাজেই এই হস্তান্তর আয়গুলিকে আমরা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করব না। যদিও এইগুলি জনসাধারণের কাছে আয় হিসাবে বিবেচিত হয় কিন্তু জাতীয় আয়ের মধ্যে এগুলিকে ধরা হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ ঋণ হিসাবে নিয়ে থাকেন। এইরূপ ঋণকে জাতীয় ঋণ (National debt) বলা হয়। এই ঋণের জন্য সরকারকে সুদ দিতে হয়। সরকারি ঋণের যে সুদ জনসাধারণ পেয়ে থাকে সেই সুদকেও হস্তান্তর আয় (Transfer income) এর মধ্যে ধরা হয়। এই সুদকেও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না।

এবার কর বসানোর ফলে জাতীয় আয় পরিমাপের উপর কী প্রভাব পড়ে সেটি দেখা যাক। সরকার যে সমস্ত কর বসান সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ কর বসানো হয় কোন ব্যক্তির উপর বা কোন প্রতিষ্ঠানের উপর। অন্যদিকে পরোক্ষ কর বসানো হয় কোন দ্রব্যের বা সেবাকার্যের উপর। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তির আয়ের উপর কর বসানো হলে এটি একটি প্রত্যক্ষ কর। তেমনি কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর যদি কর বসানো হয় সেটিও একটি প্রত্যক্ষ কর। অন্যদিকে কোন দ্রব্যের উপর যদি উৎপাদন শুল্ক বা বিক্রয় কর বসানো হয় তাহলে এটি হবে পরোক্ষ কর। পরোক্ষ করের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের সঙ্গে যোগ হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর দ্রব্যের দামের সঙ্গে যোগ হয় না। দেশের জাতীয় আয়ের একটি অংশ সরকার প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আদায় করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর বসানোর ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাপ প্রভাবিত হয় না। প্রত্যক্ষ কর বসানোর ফলে জাতীয়

Acc No - 330/Eco/49.13

আয় একই থাকে। তবে জনসাধারণ জাতীয় আয়ের যে অংশ খরচ করে সেই অংশটি প্রত্যক্ষ করের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। জনসাধারণ খরচ করার জন্য যে আয় পেতে পারে তাকে খরচযোগ্য আয় (Disposable income) বলা হয়। এই খরচযোগ্য আয় = জাতীয় আয় + হস্তান্তর আয় − প্রত্যক্ষ কর।

কিন্তু পরোক্ষ কর বসানো হ'লে দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয়। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা দেখা দেয়। জাতীয় উৎপাদনের মূল্য নির্ণয় করার সময়ে দ্রব্যগুলিকে যখন তাদের বাজার দাম দিয়ে গুণ করে জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় করা হয় তখন এই দামের মধ্যে পরোক্ষ করগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য জাতীয় উৎপাদনের মূল্যের মধ্যে পরোক্ষ করগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে উৎপাদনের উপকরণগুলির আয় যোগ করে যখন আমরা জাতীয় আয় পাই তখন সেই জাতীয় আয়ের মধ্যে কিন্তু এই পরোক্ষ করগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কাজেই তখন জাতীয় আয়ের সঙ্গে জাতীয় উৎপাদনের মূল্যের একটি পার্থক্য দেখা দেয়। যদি জাতীয় উৎপাদনের মূল্য থেকে পরোক্ষ কর বাদ দেওয়া হয় তাহলে যা পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় **উৎপাদনের উপাদানের ব্যয়ে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য** (National product at factor cost)। এটি অবশ্যই দেশের জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমান হয়। অনুরূপভাবে সরকার কোন কোন দ্রব্যের উপর ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। কোন দ্রব্যের উপর ভর্তুকি দিলে সেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম দামে দ্রব্যটি বিক্রি করা হয়। কাজেই ভর্তুকির প্রকৃতি পরোক্ষ করের বিপরীত। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেমন দাম বৃদ্ধি পায় ভর্তুকির ক্ষেত্রে তেমনি দাম হ্রাস পায়। সুতরাং বাজার দামে মোট উৎপাদনের মূল্য বের করে তার থেকে যেমন পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয় তেমনি ভর্তুকি যোগ দিতে হয়। তাহলেই উপাদানের ব্যয়ে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য পাওয়া যাবে। এটি জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমান হবে। এইভাবে সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মকে জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

1.6 উন্মুক্ত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ
(National Income Calculation in an Open Economy)

যদি কোন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে তাহলে সেই দেশের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত অর্থনীতি (open conomy) বলা হয়। অন্যদিকে যদি আমরা ধরি যে দেশের সাথে বিদেশের কোন লেনদেন হচ্ছে না তাহলে সেই ধরনের অর্থনীতিকে বদ্ধ অর্থনীতি (closed economy) বলা হয়। উন্মুক্ত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হলে কী কী বিষয় ধরতে হয় সেটি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

উন্মুক্ত অর্থনীতিতে দেশের আমদানি রপ্তানি বিবেচনা করতে হয় এবং বিদেশের সাথে অন্য যে সমস্ত লেনদেন হয়ে থাকে সেগুলিকেও হিসাবের মধ্যে আনতে হয়। বদ্ধ অর্থনীতিতে আমদানি রপ্তানি থাকে না। দেশের নাগরিকরা দেশের মধ্যে উৎপাদনের কাজেই অংশগ্রহণ করে এবং দেশের উৎপাদনের কাজে বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি উৎপাদনের উপাদান ব্যবহৃত হয় না। বদ্ধ অর্থনীতিতে সমস্ত রকম উৎপাদনের কাজকর্ম দেশের সীমানার মধ্যেই হয়ে থাকে এবং দেশের নাগরিকরাই এই উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু উন্মুক্ত অর্থনীতিতে একদিকে যেমন আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে অন্যদিকে তেমনি জিনিসপত্র উৎপাদনের কাজে বিদেশি নাগরিকরা অংশগ্রহণ করতে পারে বা বিদেশি মূলধন ব্যবহৃত হতে পারে। তেমনি দেশের নাগরিকরাও বিদেশে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হতে পারে অথবা দেশের মূলধন বিদেশে নিযুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উন্মুক্ত অর্থনীতি ধরলে ভারতে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে সেই দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে কিছু বিদেশি নাগরিক অংশগ্রহণ করতে পারে। তার ফলে বিদেশি নাগরিকরা মজুরি পারে। অনুরূপভাবে বিদেশি মূলধন ভারতের অভ্যন্তরে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এই মূলধনের যে লভ্যাংশ দেওয়া হবে সেই লভ্যাংশের মালিকানা হবে বিদেশি নাগরিকদের। তেমনি আবার ভারতের নাগরিকরা বিদেশে উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তার ফলে বিদেশে আয় করতে পারে। আবার ভারতের মূলধন বিদেশের কোন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তার ফলে ভারতের মূলধনের

মালিক বিদেশ থেকে লভ্যাংশ পেতে পারে। এই সমস্ত বিষয় জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় কীভাবে ধরা হবে সেটি এখন দেখা যাক।

উন্মুক্ত অর্থনীতিতে আমরা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মোট জাতীয় উৎপাদন এই দুটি ধারণা পেতে পারি। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলতে দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপন্ন হচ্ছে তার মূল্যকেই বোঝায়। অন্যদিকে দেশের জাতীয় উৎপাদন বলতে দেশের নাগরিকরা স্বদেশে অথবা বিদেশে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করার ফলে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে তার সমষ্টিকেই বোঝায়। বদ্ধ অর্থনীতিতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং মোট জাতীয় উৎপাদন একই হয়ে থাকে কারণ সমস্ত উৎপাদনই দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। দেশের জনসাধারণ বিদেশের উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় না। তেমনি অভ্যন্তরীণ উৎপাদনেও বিদেশি নাগরিকরা অংশগ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু উন্মুক্ত অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে একটি পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কীভাবে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায় সেটি এখন দেখা যাক।

প্রথমেই ধরা যাক রপ্তানির কথা। দেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হ'ল সেই দ্রব্য সামগ্রীর অর্থমূল্যের একটি অংশই রপ্তানি হয়। কাজেই দেশের শেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসাবে রপ্তানির মূল্যকে ধরতে হবে। আমদানির ক্ষেত্রে কিন্তু একটি সমস্যা দেখা দেয়। ধরা যাক কোন দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করা হয়েছে যে দ্রব্য সামগ্রী অন্তর্বর্তী দ্রব্য হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যেই আমদানির মূল্য ধরা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য থেকে আমদানির মূল্য এক্ষেত্রে বাদ দিতে হবে। কারণ তা না হলে আমদানির মূল্যকে দু'বার ধরা হয়ে যাবে। কাজেই যদি বিদেশ থেকে কাঁচামাল বা অন্য কোন অন্তর্বর্তী দ্রব্য আমদানি করা হয় যা ঐ বছরেই উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এবং নিঃশেষ হয়ে গেছে সেই আমদানির মূল্যকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল্য থেকে বাদ দিতে হবে। আমদানি করা অন্য যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী যা ভোগ্যদ্রব্য আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মধ্যে আসে না। কাজেই অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল্য বের করার সময়ে ঐ ধরনের আমদানির মূল্য বিয়োগ দিতে হবে না।

এবার ধরা যাক দেশের উৎপাদনের কাজে বিদেশি শ্রমিকরা নিযুক্ত। এই বিদেশি শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে সেই মজুরিটি দেওয়া হচ্ছে বিদেশি নাগরিকদের। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কাজে যদি বিদেশি মূলধন নিয়োগ করা হয় তাহলে এই মূলধনের মালিকদের যে সুদ বা লভ্যাংশ দেওয়া হয় সেই সুদ বা লভ্যাংশ অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ঠিকই কিন্তু দেশের জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল্য থেকে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য বের করতে হলে বিদেশি শ্রমিকদের দেয় মজুরি, বিদেশি মূলধনকে দেয় সুদ, মুনাফা প্রভৃতি বিয়োগ দিতে হবে।

অনুরূপভাবে দেশের কোন নাগরিক যখন বিদেশে উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং তার ফলে বিদেশে মজুরি পাচ্ছে তখন ঐ মজুরি অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ নয় কিন্তু এটি জাতীয় উৎপাদনের অংশ। কাজেই জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ঐ মজুরিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনুরূপভাবে যদি বিদেশে উৎপাদনের কাজে দেশের মূলধন ব্যবহৃত হয় এবং তার ফলে যদি বিদেশ থেকে সুদ বা লভ্যাংশ পাওয়া যায় সেটিকেও জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এক কথায় যখন আমরা উন্মুক্ত অর্থনীতির কথা ধরি তখন বিদেশ থেকে আমাদের কিছু আয় পাওনা হয়। তেমনি আমাদেরও বিদেশীদের কিছু অর্থ দিতে হয় বা বিদেশীদের আয় হিসাবে গণ্য। এই দুটির পার্থক্যকে আমরা বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় (Net income from abroad) বলতে পারি। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল্যের সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় যোগ করলে আমরা জাতীয় উৎপাদন পেতে পারি। যদি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় শূন্য হয় তাহলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং জাতীয় উৎপাদন একই হয়। যদি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় ধনাত্মক হয় তাহলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অপেক্ষা জাতীয় উৎপাদন অধিক হয়। অন্যদিকে যদি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় ঋণাত্মক হয় তাহলে জাতীয় উৎপাদন অভ্যন্তরীণ উৎপাদন

অপেক্ষা কম হয়। এইভাবে উন্মুক্ত অর্থনীতিতে জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করা হয়। এই জাতীয় উৎপাদন অবশ্যই উন্মুক্ত অর্থনীতির জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমান হয়। কারণ এই পরিমাণ অর্থই দেশের জনসাধারণ উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে আয় হিসাবে পেতে পারে। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে উন্মুক্ত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় হিসাব করার সময়ে আমরা দেশের জনসাধারণের সেই আয়গুলিকেই ধরছি যে আয়গুলি পৃথিবীর যে কোন অংশে উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য অর্জিত হচ্ছে। যে দেশের জাতীয় আয় আমরা পরিমাপ করছি শুধু সেই দেশের উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হলেই যে জাতীয় আয় সৃষ্টি হবে তা নয় ; সেই দেশের নাগরিকরা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করলে যে আয় অর্জন করবে সেটিও ঐ দেশের জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ ভারতের কোন শ্রমিক যদি বিদেশে কাজ করার ফলে মজুরি পায় সেটি ভারতের জাতীয় আয়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হবে।

আবার জাতীয় ব্যয়ের ধারণাটিও আমরা উন্মুক্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংশোধন করতে পারি। আমরা জানি যে বদ্ধ অর্থনীতিতে জাতীয় ব্যয় হল ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয়ের যোগফলের সঙ্গে সমান। অর্থাৎ জাতীয় ব্যয় = C + I + G. উন্মুক্ত অর্থনীতিতে জাতীয় ব্যয়ের সূত্রটি হ'ল C + I + G + X– M যেখানে X হল রপ্তানির মূল্য এবং M হল আমদানির মূল্য। যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি হচ্ছে সেটি জাতীয় উৎপাদনেরই একটি অংশ। সুতরাং রপ্তানির মূল্যকে জাতীয় উৎপাদনের উপর ব্যয় হিসাবেই কল্পনা করা যেতে পারে। অন্যদিকে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করা হচ্ছে সেই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী হয় ভোগ্য দ্রব্য আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা সেগুলি উৎপাদনের কাজে মূলধনি দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি আমদানি করা দ্রব্য সামগ্রীগুলি ভোগ্য দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তাদের মূল্য ভোগ ব্যয়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে আমদানি করা দ্রব্য সামগ্রীগুলি যদি উৎপাদনের কাজে মূলধনি দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেই দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বিনিয়োগ ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং দেশের মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ব্যয় ধরলে তার মধ্যেই আমদানি করা দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য ধরা হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমদানির মূল্যটি বিয়োগ দেওয়া হয়। এইভাবে C + I + G + X – M হ'ল জাতীয় উৎপাদনের উপর ব্যয়ের পরিমাণ। একেই জাতীয় ব্যয় বলা হয়। কাজেই উন্মুক্ত অর্থনীতিতেও আমরা জাতীয় ব্যয়, জাতীয় আয় এবং জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অভেদ পেতে পারি।

1.7. জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা
(Difficulties of Measurement of National Income)

কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হলে দুটি প্রধান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। একটিকে বলা হয় ধারণাগত অসুবিধা (Conceptual difficulty) এবং **অপরটিকে বলা হয় পরিসংখ্যানগত অসুবিধা** (Statistical difficulty) । ধারণাগত অসুবিধার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে কাকে উৎপাদন বলব, কাকে আয় বলব এই সম্পর্কে মতভেদ। সাধারণতঃ যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বাজারে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত করা হয় সেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীকেই জাতীয় আয় নির্ধারণের সময়ে ধরা হয়। কিন্তু অনুন্নত অর্থনীতিতে দেখা যায় যে কৃষকরা যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে সেই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীর একটা বড় অংশই নিজেদের ভোগের কাজে ব্যবহার করে। অতি ক্ষুদ্র অংশই তারা বাজারে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত করে। এখন যে অংশটি তারা বাজারে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত করে সেই অংশটিকেই মোট উৎপাদন ধরলে দেশের মোট উৎপাদন অনেক কম হয়। অনুরূপভাবে পরিবারের সদসারা যে কাজ করে থাকে তার মূল্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না। এইভাবে, আমি যদি সেলুনে গিয়ে দাড়ি কাটি তাহলে আমার যে ব্যয় হচ্ছে সেটি জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ; কিন্তু আমি যদি নিজের দাড়ি নিজেই কাটি তাহলে সেটি জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। অনুরূপভাবে যদি রান্নার কাজে রাঁধুনি নিয়োগ করা হয় তাহলে রাঁধুনিকে যে বেতন দেওয়া হচ্ছে সেটি জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ; কিন্তু বাড়ির গৃহিণী রান্নার কাজ করলে, যেহেতু তাকে কোন মজুরি দিতে হচ্ছে না, সেটি জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। আবার সরকার প্রতিরক্ষা,

আইন ও বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদির কাজে যে অর্থ ব্যয় করেন সেটি জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা এ সম্পর্কেও মতভেদ আছে। অনেকের মতে এগুলি অন্তর্বর্তী দ্রব্য এবং এদের উপর সরকারের ব্যয়কে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। আবার অনেকের মতে এগুলি শেষ স্তরের সেবাকার্য। সুতরাং এগুলিকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এইভাবে কোন্ কোন্ উৎপাদনকে জাতীয় উৎপাদন হিসাবে গণ্য করা হবে বা কোন্ কোন্ সেবাকার্যের মূল্য জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হবে সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে অপর যে অসুবিধাটি দেখা দেয় সেটি পরিসংখ্যানগত অসুবিধা। পরিসংখ্যানগত অসুবিধার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তথ্য পাওয়ার অসুবিধা। অনেক অনুন্নত দেশেই দেখা যায় যে জনসাধারণ তাদের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে না। অনুন্নত দেশে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। দেশের জনসাধারণের একটি বড় অংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত। কিন্তু কৃষকরা তাদের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে না। আবার স্বয়ংনিযুক্ত ব্যক্তি, ছোট ছোট ব্যবসাদার, ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রভৃতি ব্যক্তিরাও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে না। সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে উদ্ভুত জাতীয় আয় সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। এছাড়া অনেক সময়ে দেশবাসীরা তথ্য দিতে ভয় করে, তথ্য গোপন করে এবং ভুল তথ্য প্রদান করে। তথ্য সংগ্রহ করার সময়ও অসুবিধা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় তথ্য সংগ্রাহকরাও ফাঁকি দিতে পারে। দূর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, ভুল তথ্য সংগ্রহ করা এই সমস্ত সমস্যাও দেখা দেয়। অনেক সময়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা সমীক্ষা করা হয়। এজন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভাবে জাতীয় আয় সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না।

বেআইনী কাজকর্ম থেকে উদ্ভুত আয়কে জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তেমনি যে আয়ের হিসাব সরকারের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে না বা আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে না সেই আয়কেও জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। এইভাবে কোন দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় এবং পরিমাপ করা জাতীয় আয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য সকল সময়েই লক্ষ করা যায়।

সবশেষে জাতীয় আয় টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা যায় কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য এবং সেবাকার্য আছে যেগুলি সমাজের দিক থেকে খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু যেগুলিকে টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা কঠিন। এই সমস্ত দ্রব্য বা সেবাকার্যের মূল্যকে টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা যায় না বলে জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে এদের বাদ দেওয়া হয়। তার ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ প্রকৃত উৎপাদনের মূল্য অপেক্ষা কম দেখানো হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হ'ল যে বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয়ের ধারণা এক নয়। জাতীয় আয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকার্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রথা চালু আছে। আবার জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিও সকল দেশে একরূপ নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সেজন্য বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

1.6 জাতীয় আয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ
(Factors Determining National Income)

কোন দেশের জাতীয় আয় কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। জাতীয় আয় নির্ধারণকারী এই বিষয়গুলি এখন আমরা একে একে আলোচনা করব।

প্রথমত, কোন দেশের জাতীয় আয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে প্রকৃতিদত্ত উৎপাদনের উপকরণগুলিকেই বোঝায়। তার মধ্যে কৃষি জমির পরিমাণ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জলজ সম্পদ সকলকেই বোঝায়। তবে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকাটাই যথেষ্ট নয়। প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করার মত ক্ষমতাও দেশের থাকা উচিত। অনেক অনুন্নত দেশ দেখা যায় যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা ঐ দেশের নেই।

সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ থাকাটাই যথেষ্ট নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করার মত ক্ষমতাও অর্থনীতির থাকা দরকার।

দ্বিতীয়ত, কোন দেশের জাতীয় আয় দেশের জনসংখ্যার উপরও নির্ভর করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং যদি দেশের মূলধনের পরিমাণ প্রচুর থাকে তাহলে এই বাড়তি শ্রমিক নিয়োগ করে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব। অন্যদিকে যদি জনসংখ্যা কম থাকে তাহলে অধিক কর্মসংস্থান সম্ভব নয় এবং তার ফলে অধিক উৎপাদন করাও সম্ভব নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই উৎপাদন বাড়বে না। বাড়তি জনসংখ্যাকে উৎপাদনের কাজে লাগানোর মত উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণও দেশের থাকা সরকার। তাছাড়া কারিগরী শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা শ্রমিক শ্রেণির দক্ষতা বাড়াতে হবে। তবেই শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং তার মাধ্যমে জাতীয় আয় বাড়বে।

তৃতীয়ত, কোন দেশের জাতীয় উৎপাদন সেই দেশের মূলধনের উপরও নির্ভর করে। মূলধন কম থাকার জন্যই অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় আয় কম। মূলধন বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্ভব।

চতুর্থত, জাতীয় আয় সংগঠনগত এবং প্রশাসনিক দক্ষতার উপরও নির্ভর করে। দেশে সুদক্ষ উদ্যোক্তা এবং উচ্চমানের সরকারি প্রশাসক থাকলে উৎপাদন এবং শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং তার ফলে জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমত, জাতীয় আয় উৎপাদনের কলাকৌশল এবং কারিগরী দক্ষতার উপরও নির্ভর করে। উন্নত ধরনের কলাকৌশল প্রয়োগ করে বা আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় এবং তার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এইভাবেও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সবশেষে, কোন দেশের জাতীয় আয় দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে। দেশে স্থায়ী সরকার থাকলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করা সম্ভব হয় এবং তার ফলে জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলে এবং আইনশৃঙ্খলার অভাব দেখা দিলে জনসাধারণ তাদের অর্থ লগ্নী করতে চায় না। তখন দেশের জাতীয় আয় কম হয়। আবার দেশের সরকার যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে যদি সরকার নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি পায় না।

1.9. আয় বৈষম্য
(Inequality of Incomes)

কোন দেশের জাতীয় আয় আলোচনা করার সময়ে আয়ের বন্টনের দিকটিও দেখা দরকার। অনেক দেশে আয় এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষ করা যায়। আবার অনেক দেশে আয় বন্টনের বৈষম্য ততটা নেই।

◎ আয় বৈষম্যের কারণ ঃ বিভিন্ন কারণে কোন দেশে আয় বৈষম্য দেখা দেয়।

প্রথমত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলে আয় বৈষম্য দেখা দেয়। যে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ বেশি তার আয় বেশি আর যার সম্পত্তি কম তার আয়ও কম। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে বলে এই ধরনের অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। সেজন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য কম।

দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকার প্রথা বলবৎ থাকার জন্যও আয় বৈষম্য দেখা দেয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ তার সম্পত্তি পায়। তার ফলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, অবস্থা এবং সুযোগের পার্থক্যের জন্যও আয় বৈষম্য দেখা দেয়। যে সমস্ত ব্যক্তি ভাল সুযোগ পায় এবং যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তারা স্বভাবতই অধিক আয় অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে দরিদ্র